রক্তাক্ত দৃশ্যকাব্য

রক্তাক্ত দৃশ্যকাব্য

সুহিতা সুলতানা

রক্তাক্ত দৃশ্যকাব্য
সুহিতা সুলতানা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

Roktakto Drishwakabbo by Suhita Sultana Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 175 Taka RS: 175 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98947-3-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

কুতুব আজাদ
প্রিয়ভাজনেষু

সূ চি প ত্র

বঙ্গবন্ধু ৯
ক্ষণজন্মা ১০
খেলা ১১
কম্পাস ১২
প্রতিধ্বনি ১৩
বসন্ত ১৪
জিজ্ঞাসা ১৫
তিন বছর পর ১৬
চোখের উপভূমি ১৭
ফাল্গুন ১৮
ধোঁয়া ১৯
বরফের সাঁকো ২০
শীতের কবিতা ২১
জুয়াড়ি ২৩
বায়োস্কোপ ২৪
রক্তাক্ত দৃশ্যকাব্য ২৫
কদাচিৎ মানুষের চোখ ২৬
কারণ ২৭
এক কৃতঘ্ন মাতাল ২৮
ওভারকোট ২৯
আমরা বেঁচে আছি সেইসব
উলঙ্গ মানুষের ভিড়ে ৩০
বৈষম্য ৩১
৩২ ইতিবৃত্ত
৩৩ ক্ষরণ
৩৪ শ্যামবর্ণ ক্ষত
৩৫ নাগরিক সূর্যাস্ত
৩৬ মৃত্যু ও যাদুবাস্তবতা
৩৭ দ্বিতীয় ঈশ্বর
৩৮ কাঠের মানুষ
৩৯ বিনাশ
৪০ ষড়যন্ত্র
৪১ বৈশাখ
৪২ জলের নির্জনতা
৪৩ খলনায়ক
৪৪ সংকেত
৪৫ অমীমাংসিত অধ্যায়
৪৬ স্বপ্ন
৪৭ বয়স
৪৮ বিষাদ
৪৯ বাঁশি
৫০ বৈভব
৫১ মেঘবালক
৫২ ছায়াসঙ্গী
৫৩ চার বছর পর
৫৪ দাঁত

বঙ্গবন্ধু

আমার জন্মই হয়েছে এমন একটি দেশে চোখ খুলে
দেখেছি মধুসূদন, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ
ও শেখ মুজিবকে! আমি চিৎকার করে বলতে পারি আমি
বাঙালি আমি মাতৃভাষায় কথা বলি, আমার মহান নেতা
বঙ্গবন্ধু! ঈর্ষার গহ্বর থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই
কৃতঘ্ন মানুষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে চাই
এ ভূখণ্ড আমার আমাদের সকলের। লাল সবুজ
পতাকার নিচে আমরা আমাদের অধিকার খুঁজে পাই
তুমি দিয়েছিলে একটি মানচিত্র আর আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা!
ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলজুড়ে আজো প্রতিধ্বনিত হয় :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের
সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তোমাকে অভিবাদন
বঙ্গবন্ধু

ক্ষণজন্মা

(কবি মাহমুদ আল জামানকে নিবেদিত)

ক্ষণজন্মা ভোরে সহজ আলোর ভেতর দিয়ে যে যায় সে দীর্ঘ যায়। ধু-ধু মরুভূমি নিশ্চিত জেনেও উদাসীন দিন ও রাত্রির মর্মতলে স্মৃতি জাগানিয়া দৃশ্যসীমার ভেতরে শেষ ট্রেন ধরবে বলে যারা বনভূমি উজাড় করে মৃত্যু ডেকে আনে তারা কি শেষ পৃথিবীর যাত্রী? যারা পাথরে মুখ গুজে মৌন হয়ে আছে লাবণ্যহীন বিষণ্ন তারা হিংস্রতা বোঝেনা, জীবন অনিশ্চিত জেনেও দীর্ঘ প্রাপ্যতা থেকে জিজ্ঞাসা চিহ্নের কাছে থিতু হয়ে আছে! একদা সোজা পথ ভেবে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়ে দেখি ক্লান্তির বলিরেখা উপক্ষো ও অপেক্ষার ছায়ার নিচে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। মানুষের বিচ্ছিন্নতার স্বাধীনতাও কম গ্লানির কম অস্থিরতার নয়। এই যে আমরা যারা বেঁচে আছি এই থাকাটাকে কি থাকা বলে? সেই কবে সুখ ও শান্তির হাওয়াকল স্তব্ধ ও বিবর্ণ হয়ে আছে। কোথাও আর বটবৃক্ষের ছায়া নেই। কীভাবে প্রতিদিন আমরা মৃত টেবিলে বসে জীবন দেখি তাচ্ছিল্য দেখি লোভের সারমর্ম দেখি তা ব্যাখ্যা করবার মতো আজ আর কোনো মন ও নির্জনতা দেখি না! চারদিকে মূর্খের কোলাহল, অসহিষ্ণু লবনাক্ত জল আর অব্যর্থ হনন

খেলা

কী অসম্ভব স্বার্থের খেলা জীবনের চিত্রকল্প মেপে দ্যাখো
উঠে আসবে মানুষের মুখোশবন্দী মুখ, লালাযুক্ত পিঁচুটে চোখ, পচে যাওয়া
হৃৎপিণ্ড আর লোভের ছুরি। এখন যেদিকে তাকাই প্রতিশ্রুতিহীন রহস্যময়
শূন্যতার গল্প এসময় বড় অমঙ্গলের কুমন্ত্রদাতাদের আঁতাতের কারণে দিন ও
রাত্রি শস্যহীন উড়ন্ত ভেলায় ভেসে বেড়ায় ওদিকে চেয়ে দ্যাখো কতিপয়
উন্মাদ ও বাচালের দিনলিপি ঝুলে আছে চর্বিযুক্ত গ্রীবায়সহস্র পাথর খণ্ড
ক্রমশ স্তব্ধতার ভেতরে নিয়ে যায় বিষাদের জলস্রোত মৃত্যুর মুখোমুখি
বসে থমথমে উড়ন্ত রাত্রিবেলা এ জীবন কী কখনো আমাদের ছিল?

২.
বিস্ময়করভাবে হেলে পড়েছে বিবেক লোভের সাঁকোর ওপর ঘাতক তস্কর
চৌদিক থেকে হল্লা করে ছুটে আসছে খাদকের দল এ এক মহোল্লাস ধ্বনি
খেলার কোনো শেষ নেই, কোথা থেকে উঠে এলো রাবণের বংশধর? একালের
সীতার জন্য রামের কোনো শোক নেই। নষ্টের ভ্রষ্টের কালে চতুর ভ্রুকুটি
চোখের ওপর নেচে বেড়ায়। চারদিকে অনাব্য জল আর জলের কাতরতা।
সৌগন্ধের নিচে অন্য খেলা, ভ্রম আর দুঃস্বপ্নের দাহ

৩.
বয়সের খেলার সাথে রাষ্ট্রতন্ত্রের কোনো দায় নেই, স্বাধীনতা লাভের কোনো
গৌরবও নেই! কেবল অন্য আলো, অন্য ঢেউ, ক্রোধ, নিরাভয় হয়ে বিক্ষুব্ধ
হাওয়ায় খেলা করে গভীর শূন্যতা রহস্যময়তার মুখোমুখি নিষিদ্ধ গন্ধম!
পুষ্পদ্যান বলতে ঝরা পাতার ক্রন্দন

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
যশোর

কম্পাস

অদ্ভুতভাবে হেলে পড়েছে বিবেক
চেয়ে দেখি কারো মাথা নেই! শূন্যতা
দৌড়ে বেড়াচ্ছে চারদিক। মানুষ মরে
গেলে কিছুই থাকেনা। অমরত্ব মৃত্যুর
চেয়েও ভয়ংকর ফাঁপা বেলুনের মতো!
আগুন মেলে দিয়েছে ডানা। বরফের
নিরপেক্ষতা চিরকাল একই রকম!
কম্পাসের কাঁটা ঘুরে গেলে জীবনও
দিকহীন অসাড় পড়ে থাকে।এইযে
অপক্ষমতার চাপে পড়ে ইতিহাস
ঘুরে দাঁড়ায়, ভেঙে পড়ে মেরুদণ্ড
ছুটতে থাকে ধর্মান্ধরা! জীবন কি
আসলে? মুহূর্তগুলো বিশ্বযুদ্ধের দিকে
মুখ করে বসে আছে। শেষমুহূর্ত বলে
কি কিছু আছে? এ সব মতানৈক্যের
মধ্যে কখনো কখনো উদ্বেগ খেয়ে
ফ্যালে প্রেম। সংকট সময়, মায়া,
দক্ষতা, স্মৃতি ও অপেক্ষা নিয়ে বসে
আছে প্রস্থান পথের দিকে
অতএব আরম্ভ আছে শেষ নেই

১২ এপ্রিল ২০২২
সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা

প্রতিধ্বনি

কোনো মুহূর্ত নেই যা দিয়ে মানুষকে
শনাক্ত করা যায়। যা দিয়ে অকর্মকে
কর্মে পরিণত করা যায়। যিনি নিজের
কাব্যগ্রন্থ নিজের নামেই উৎসর্গ করে
বসে আছে তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ
অথবা উন্মাদও বলা যেতে পারে।
জগৎ সংসারে কত রকমের ঘটনা যে
ঘটে তা লিপিবদ্ধ করে রাখাও দুঃসাধ্য
যারা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হামাগুড়ি দিয়ে
বসে তারা নক্ষত্র দেখেনি, শুনেছে কেবল
লোভ ও লালসার গল্প, জীবন দেখেনি।
ক্ষীয়মাণ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অধিক ঘৃণা
থাকে সুবর্ণরেখা বরাবর ক্লান্তি ও ট্রেনের
ভিন্নতা থাকে। থাকেনা শুধু ঘণ্টা ও অন্য
কোনো খেলা! অন্য কোনো মুহূর্ত! আলো
খুঁজতে এসে অন্ধকার জড়িয়ে ধরেছে
দু'পা। যারা মৃত্যু ও সময় বোঝেনা
তারা নদীর দীর্ঘশ্বাসও বুঝতে চায়না
সবদিকে দ্বিধা ও ঘৃণা। যে রমণী কবিতা
বোঝেনা তার মাথায় যিনি চাপিয়ে দেন
গ্রন্থের ঝুড়ি তাকে চৈত্রের জটায়ু বলা
যেতেই পারে! এতটা কি ভালো সব ভালোর
মধ্যে গরল উপচে পড়ে। যে ছেলেটি সহজ
ছিল ক'দিন আগেও এখন সে বুঝে গেছে
হোয়াটসআপ। ক্রমশ ঘুমহীন নির্জনতায়
চাঁদের আঙটায় ঝুলে থাকে দুর্বোধ্য প্রেম
মহাজাগতিক আলোয় বিবর্ণ পথের রেখা
বসন্তের মাতাল হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে
শস্যের অক্ষর, স্মৃতির ধারাপাত, প্রতিধ্বনি

১৫ মার্চ ২০২২
সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা

বসন্ত

এই বসন্তের দিনে কেন অবগুণ্ঠিত জলের
প্রতিবিম্ব হয়ে আছো? ঋতুমতি চন্দ্রকিরণ
হয়ে যারা দেখেছে কুসুমিত ভোর পাখিরূপ
প্রকৃতির সৌরভ তারাও দোলের দিনে রঙের
বিষণ্নতা বুঝে নেয় দ্রুত। লণ্ঠনের আলোয়
ঝরে পড়ে নীলকণ্ঠ সুধা। আজকাল সবকিছুই
দূরবর্তী দ্বীপের জীর্ণ ঘুড়ির মত নৈর্ব্যক্তিক
এই মধ্যদুপুরে সীমান্ত পেরিয়ে যারা প্রজাপতি
হতে চায় ছুঁতে চায় ইতিহাস, তারা বোঝেনা
চৈত্রর শূন্যতা, বাঁশির পূর্বরাগ আর বিষাদের
জলরং! ক্লেদ ও প্রাণহীন শহরে প্রেম একটা
ঘোড়া রোগ! উৎক্ষিপ্ত ঘাস ফড়িঙের মতন
ওহ্ বসন্ত গোলাপ বনে ঢেলে দাও সীমাহীন
অনুরাগ! স্বপ্নের জাল বুনে বুনে যারা সরোবর
গড়ে তোলে তারা কি নিষাদের ছল বোঝে?
ওহ্ নির্মম মুক্তির আলোয় প্রাণের ভোরে সিক্ত
করে দাও আভূমি জলের রেণু। উৎসব শেষে
কেউ কারো থাকে না দিশেহারা পথের সাথে
উঠে আসে বিচ্ছিন্নতা, বৃষ্টিসিক্ত আভূমি জল
রঙের অপূর্ণ রূপ তাড়িত সুর পূর্ণিমার জ্যোতি
হয়ে বাজায় আত্মহননের গান আর অনন্ত লয়

১৮ মার্চ ২০২২
সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা

জিজ্ঞাসা

যারা খেয়ে ফ্যালে জগতের আলো চিন্তার দরোজা তারা
সম্পূর্ণভাবে অবগত থেকেও ক্রমাগত প্রতিহিংসার জাল
ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে! তুমি কোনদিকে যাবে সবদিকে
অযোগ্য কাঙাল। কামার্ত চিখির পান করে সেও মধ্যপথে
অধিকতর মাতাল হয়ে নটরাজ! কোনো অর্জন নেই
মূর্খের বিতর্কের ফাঁদে আটকে আছে মোহ আর ছলনার
প্রমাণক। এভাবে বৃক্ষ মাটি মানুষের ক্রন্দন জিজ্ঞাসা
চিহ্নের কাছে থিতু হয়ে আছে বহুদিন। বহু রঙে রঞ্জিত
যারা তারা আসলে কি? এর যৌক্তিকতায়ই বা কি? এই
অমীমাংসাময় দিন ও রাত্রির কাছে মানুষেরও কোন
পরিত্রাণ নেই। যিনি স্রষ্টা ও সংস্কৃতিখাদক তার অধিক
আনুগত্য ও রঞ্জিত হবার বিষয়টি প্রত্যক্ষ হলেও তিনি
ভাঁড় হিসেবে জ্ঞানশূন্য। তাহলে কি আমাদের কোথাও
যাবার নেই? কারণের ব্যাখ্যা খুঁজতে খুঁজতে ভূকম্পন
লোভের সাঁকোর ওপর ঘাতক তস্কর, গ্রন্থকীট আর
অসত্যের ওম। প্রতিশ্রুতিরও কোনো মূল্য নেই! মূর্খের
নিকট যথার্থ জ্ঞান আজ প্রমাণসাপেক্ষ।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
ঢাকা

তিন বছর পর

তিন বছর পর এবার আমি বাড়ি যাবো। মা চলে
যাবার পর একবার গিয়েছিলাম অবশ্য
আমাদের দ্বিতল বাড়িটি ছিল মার স্মৃতিতে
মোড়ানো! নিজেকে এত নিঃসঙ্গ আর কখনো
মনে হয়নি আমার। কখনো কখনো মানুষের
অস্থিরতা আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তোলে
অকারণে মানুষ যখন দৌড়ায় তখন ভাবতে
হবে লোকটির অসৎ উদ্দেশ্য আছে! অধিক
হবার বাসনা বিপদ সংকেত ছাড়া আর কিছুই
নয়। মর্মমূলে যখন বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা জেঁকে
বসে তখন নির্জন বাড়িটাও লিরিকহীন আলাদা
একটি রূপে নিজেকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চায়।
একদা পাহাড়ী এক চারণভূমিতে ধসে পড়েছিল
ধূসর আলো, না দেখতে পারার সেই যন্ত্রণা ধূলো
হয়ে আজো তাদের জীবনকে অবিণ্যস্ত করে
তুষার পতনের মতো রুক্ষতায় জড়িয়ে রেখেছে
সময়। পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ সম্পূর্ণভাবে
সুখী নয়। এত খুঁটিয়ে দেখার মুহূর্ত জানালা গলিয়ে
দেখার সময় আজ আর নেই। আজকাল মানুষের
পিছু নিয়েছে অমিক্রন তৃতীয় মাত্রার ঢেউ হয়ে
সেও বেশ ক্ষমতাবান! অধিকের ভূত তার মস্তিষ্কেও
অবিচ্ছিন্নভাবে বেঠিক পথে ছুটে চলেছে বল্গাহীন

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২
সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা